লীলা সঙ্গীত

নতুন বাউলের সুর

রচয়িতা :—শ্রীলীলা মাল
গ্রাম :—ভাদাসপুর।
পোঃ —তিলুড়ী।
থানা :—শালতোড়া।
জেলা :—বাঁকুড়া।
(পশ্চিম বঙ্গ)

১লা মাঘ।
সন ১৩৭৯ সাল।

মূল্য :—২৫ পয়সা মাত্র।

সরস্বতী প্রেস, রঘুনাথপুর।

১নং— সাধু হয়ে সোজা পথে চল
একি মনে রহিবি তবে মন করনা চঞ্চল
ধর্ম্ম করিব বলে তুলসীর মালা পরিলে
সাধু হব বলে গুরু শিষ্য হইলে
ধর্ম বজায় না রাখিলে ঘটবে শেষে প্রতিফল ॥
কেউ করে কাশি সাধনা, কেউ ভেক করে নইলে ভিক্ষা মিলেনা
দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় ভিক্ষা করিছে কেবল ॥
দেহর মধ্যে আছে আশি জন মন্ত্রী।
একজনা হরি
কখন কার কিবা হয় কে বলিতে পারি।
যে সময় যে হয় বেশী তার বসে চলে সকল॥
মন বাগাই রে একটা লাইনে যে লাইনের
কাজ করিবে রাখিবে মনে।
নইলে তাল হারাইয়ে রহিবি বসে হারাবি তোরা সকল ॥
লিলা কহে আজ্ঞের বাণী সাধন ভজন আমি কিছুই না জানি
সাধু হতে চাহো তোমরা বিদ্যা জানা চায় সকল ॥

২নং—রাধে তোর ভাবতে যায় জনম
কিশের থেকে হইল গো এমন।
বনেতে জ্বলিলে আগুন সবাই দেখিতে পায়,
হৃদয় মাঝে জ্বলিতেছে কেবা দেখিতে পায়।
যার জ্বলিছে সেই বুঝিছে কাঁদব কাঁদব হয় গো মন,
রাধে তোমায় ফাঁকি দিয়েছে সে যে কুব্জা পেয়ে ভুলেছে।
রাধা বলে বাজল বাঁশী দেখিল সে কুব্জা পুন ॥
শুন বলি ও ললিতা আমায় ছেড়ে গেল গো কোথা,
সে যে আমায় ফাঁকি দিয়ে গেল হইন আমার মরণ।
একটি মুধুন শতেকরে কাঞ্চী ততেকরে পেল,
একা কৃষ্ণ শতেক নারী করেছে জগত,
কৃষ্ণ লীলা বুঝাতে লার সব সখির রেখেছে মন।

৩নং—(রং) মনরে আমার এই ভাঙ্গা তরী,
এই তরী ভেঙ্গে গেলে বেনাবার নাই মিশতীরী।
আমি আছি লায়ের আশায়,
এই লায়েতে পার হয়ে যাব দারুন ব্যবসায়।
বেলা দশটা বেজে গেলে না হইবে বিকরী ॥
লায়ড়া বলে শুন রাধিকা,
দধি ছেনা দাওগো আমায় না হবে বিকা।
আমি ধর্ম খিয়া পার করি নাই কি করে দিব পার করি
এই লায়েতে লোক চাপাইনা,
এক মনের বেশী হইলে নৌকা চলবেনা।
মাঝ দরিয়াই টল মলাছে সবাই মেলে বোল হরি ॥
লায়ড়া তোমার লীলা বুঝা ভার,
দয়া করে পার করে দাও চরণ ধরি হে তোমার।
ভবের হাটে যাব আবি দধি ছেনা করিব বিকরী ॥

৪নং—(রং) চল রাধিকা জলকে যাবি তো।
যবুনাই ভবের খেলা দেখবি তো ॥
কেউ যায় আপনার রঙে,
কেউ কাওকে ডেকে নিয়ে চলিল সঙ্গে
চলন বাঁকা আঁখি ঠারা রাধে গো বদন ভরে দেখবিতো
গোপিরা সব যবুনাতে যায়,
গায়ের বসন খুলে রাখে কদমের তলায়।
যবুনা জলে কদম তলে তোরা হলি গো খেলায় মত্ত ॥
সায়া শাড়ী সকলি লিলো,
কুল মান ইজ্জত তদের সকলি গেল।
গায়ের বসন দাও হে ফিরে আমরা হচি কত লজ্জিত
বেলা অবসান হইল,
ও ললিতে ঘরকে চল।
কৃষ্ণ লীলা সাঙ্গ হইল যবুনায় ভবের খেলা দেখবিগো।

৫নং—(রং) কলঙ্কিনী নাম গো তোদের আরতো যাবে নাই,
তোর কপালের উলখি যেমন পুঁছলে পুঁছা যাবে নাই।
কপালে চিহ্ন রাখবার জন্য,
উলখি পরিলি কলংখানি নাম গো তোর জনমকে নিলি।
অসতের সত হইলে কেউতো ভাল বলবে নাই,
না বুঝে কয়ের ভাঁড়ে হাত দিলি।
খালি বা নাখালি কলঙ্ক ঘটালি,
খাব বলে আশাছিল তোর, আশা পুরণ হইল নাই।
যাদের কলঙ্ক নাম হয়,
তাদের নাইখ অপমানকে ভয়।
লীলা বলে কতই কর তোদের কলঙ্ক নাম যাবে নাই॥

৬নং—(রং) তোরা জাত কুলগ সকল গুছালি।
ইকুল ঔকুল দুঁকুল ছেড়ে অকুলে ভাসে গেলি॥
পিরিতের ভাব হয় কঠিন,
তারে না দেখিলে রহিতে নারে একদিন।
একদিন তারে না দেখিলে করে গো ভালা ভালি,
নতুন এমনি ভাব রাখে।
যেমন আয়নায় মুখ দেখে,
গলা কাশী মুছকি হাঁসি তোরা ইসারাই ভুলে গেলি।
বহু কষ্টে পিরিতি পাওয়া যায়,
তাদের ছাড়া বড় দায়।
সে পিরিতি ছেড়ে গেলে ভাবতে দিনও যায়,
তোর প্রেমেতে মত্ত হয়ে গেলি এই কুলে কালি দিলি।
যৌবনে এমনি মন দৌড়ে,
যেমন আলকুশির কামুড়ে।
লীলা বলে সকল ফেলে তোরা পর প্রেমে মজে গেলি॥

৭নং—(রং) পিরিতি গ মনের সান্তনা।
এমন কিছু লয় সে জিনিষ খালে পেটও ভরে না॥
যৌবনে ধৈর্য ধরিতে নারে কেউ,
অমনি আষাঢ় মাসের জলের ঢেউ।

আষাঢ় মাসে পুটি মাছ পাউসে যৌবনে গুরু মানে না,
পিরিতি কভু লয় ভালো,
পররে সঙ্গে পিরিত করে নিজের জাত গেল।
তারা দুজনাতে মত্ত হয়ে আর ত ছাড়তে পারে না।
পিরিতি এমনি মজা, যেমন খেতে চেনাচুর ভাজা,
মিঠা কড়া সকল রকম খালে ছাড়া যাবেনা।
লীলা কহে আছের বাণী যে বুঝবে গো ধনী,
পর কখনও হয়না আপন শেষে পাবে যন্তনা।

৮নং— এমন কত দিন আর রহিব
চল বরং দেশ ছাড়ে পালার ॥
আমার মাতা পিতা বিহা দিবেক নাই,
অকারণে গেল জন্ম কন শান্তি হইল নাই।
তোমায় আমায় মন মেল হইল আমি তোমায় বিহা করিব ॥
আমার মাতা পিতা গরীবের অধীন
একবার খায়েই নাথায়েই কাটায় সারাদিন।
(রং) বলে টাকা পয়সা নাথ আমার কি করে বিহা দিব,
কন্যা যুবতী হয়েছে।
সন্ধি করে গেল যাদের পাত্র আছে ॥
তারা বলে হাত রেডিও সাইকেল ঘড়ি চার হাজার টাকা লিব ॥
বর্ষা যাইয়ে ছাতা ছানি জাড় যাইয়ে চাদর,
যৌবন যাইয়ে দিবে গ বিহা শুক হবেক না তোর।
পয়সা খরচ করেবেনা আর আমি মন মেলে বিহা করিব,
যেদিন কাল পড়েছে দেশে,
টাকা পয়সা নাইখ বিহা দিবে রে কিসে ॥
লীলা বলে বিহা না দিলে মা বাপের কুল ডুবাব!

৯নং— ধন যৌবন রহিবে না ছির দিন,
ভালবাসা রাখবি যদি চামে চক্ষের মানুষ চিন,
ধনীদের ধন গেলে ফিরে পায়
নারীদের যৌবন গেলে ফিরা বড় দায়।
তাদের এই ললাট এত কষ্ট ভাবে দশা হয় মলিন,

করৈনা গরব অহংকার,
বহু কষ্টে মানব জন্ম দেখিলে এই ভব সংসার।
মাটি দেহর নাইখ গুমান দিন যাবেক ত রহিবেক চিন
শিশু কালে ধুলাতে খেলা
যৌবন কালে করে রসের খেলা
লীলা বলে বৃদ্ধকালে ধর্ম কর বাঁচবে তোমরা যতদিন
যে ধনীর ধন নাই, যৌবনকালে যে নারীদের নিজের পুরুষ নাই,
তাদের পর ভালিতে জন্ম গেল সুখ হইলনা কোনদিন॥

১০নং— আজ ধরেছি সাধের কোর কেটা,
আমায় এনে দে মন পিঞ্জরাটা।
তার পেছনে ঘুরি
ধরৈব ধরৈব মনে করি ধরিতে নারি।
তাকে ইখেন দেখি সেখেন দেখি দেখি গো আলগ ছটা,
বসৈ আছি তাহার আশায়
দেখতে না পাইলে আমার সারাদিনটা যায়।
রং—সে কতদিন পরে দিশে দেখা আমায় ফাঁকি দিয়েছে সেটা,
ঘুরঘুরা নড়ে আঠার তলেতে
পাখী দেখে শুনে রহিতে লারে ঝাঁপ দিল গা তোর আঠাতে।
খাবার লোভে বসিল পাখা হইল লাটা পাটা,
লীলা বলে কি রকমে পাখী ধরিলে॥
প্রেমের আঠা আড়ে তোমারা গাছ তলায় দিলে,
পাখী রূপে গুনে সকল ভাল দেখিতে সূর্য্যের ছটা।

১১নং—আমি আগুন শালে রহিতে লারী শরীদ ভিজে যায় ঘামে
রান্ধা বাড়া বড় জ্বালা এত গরমে।
আমি ভদ্র ঘরের মেয়ে,
সঙ্গতিদের সঙ্গে বুলিতম পড়িতম ইস্কুল যাইয়ে।
আমি ভাত রান্ধা বাড়া জানি নাই গো ভাত রান্ধিব কেমনে,
কোনদিন বেশী শিজে যায়,
কোনদিন আদ সিদ্ধ নামায়
ছট ঠাকুরা বসে থাকে মনে লাগে নাই॥

ভাত হইল তার যেমন তেমন তরকারীতে নুন দমে,
ইবেউটা কিছু জানে নাই
যদি কিছু বলবি সেদিন রাগে ভাত খাবে নাই।
আমি রান্ধা বাড়া করৈব না আর কালী লেগে যায় দমে,
লীলা বলে তোরা ভাত রান্ধিস কাঠেতে,
তার দেশেতে কয়লা আছে সেত রান্ধে গারাতে।
নামা চাপা করে তারা ভাত রান্ধে গো আরামে।
১২নং—সকাল হইল করৈ দাও গো গরম চা-রুটি।
বেলা সাতটা বেজে গেলে যাতে হবে ডিউটি॥
আমার হাতে ঘড়ি নাই,
টাইমলস হয়ে গেলে গাড়ী পাব নাই।
তবে বসে বসে ভালিছে বাবু বিছানা হতে উঠি॥
বাবু বলে চা করে দাও,
গিন্নি বলে চা চিনি নাই শুধু রুটী খাও
আমার চা না খালে মাথা ধরে আমি খাবনা শুধু রুটি॥
টিপিনে ভাত ভরে লিল,
গাড়ী ফেল হব বলে তাড়াতাড়ি চলিল।
কাজে জয়ন দিব গিয়ে বারটায় হবেক ছুটি
বারটায় ছুটি পাইল
সঙ্গতিদের সঙ্গে চা দোক্যানে গেল।
দোকানে বলে চা দাওনা ভাই দুটা করে পাউরুটি।
চিনির বড় দর হইল,
এই সংসারে সকলে চা খাতে শিকিল।
লিলা বলে চা না খেলে মাথা ধরে জীবনে হয় ছট পটি।
১৩নং— চাষে খাটা পোষাবেক নাই তোর,
বাবু আনি করিবি যদি তোরা চাকিরি কর।
কারখানায় চাকরী কর গা,
চাষে খাটে লাগবে কাদা
তোদের গরগা।
বসে বসে দেখবি খাতা শরীর ভাল রহিবেক তোর।

চাকিরি পাওয়া বড় দায়,
শুধু কি চাকিরি পাওয়া যায় ?
কিছু পকেট খরচ চাই।
ফোরমেন কে ঘোষ খাইলে ভাল চাকরি হবেক তোর।
যারা চাকিরি করিছে ?
পাচ'শ টাকা বেতন তারা বোনাশ পাছে।
তোকে কি রকমে চাকিরি দিবেক লেখা পড়া নাইখ তোর।
লীলা বলে মুখ্যু লোকের চাকিরি হবেক নাই,
শিক্ষিত হয়ে ঘরে আছে চাকিরি পাছে নাই,
ঘরে বসে রহিবি কত কোন মোটা মুঠি ব্যবসা কর॥
১৪নং—মণিহারীর দোকান লয়ে যাব ভবের বাজারে।
রেশমি চুড়ি রঙিন ফিতা মেলে রাখব লালে লাল করে।
কৃষ্ণ তুমি যুগী সাজিলে।
মণিহারী ঢালা লইয়ে ভবের বাজারে গেলে,
সে ঠাট করে বসে আসে ঐ বাজারের এক ধারে।
নগরে নাগরীরা হাট দেখিতে যায়,
গটা বাজার ঘুরে বুলে কিছু মনে লাগে নাই।
তারা ঘুরে ঘুরে দেখে আসে তার কাছে আসে দরকরে,
রাধে বলে আমার আছে দশনয়া পয়সা।
চুড়ি গুলার কত দাম হে ওযুগী মুংসা,
একটা চুড়ির দাম আছে গো, আছে দশনয়া করে।
লীলা বলে তোদের ধন্য ছলনা,
গেটা বাজার ঘুরে বুরে তোদের কিছু হইল না।
ও সে চুড়ি পরবে বলে বসল কাছে নিল হাত ধরে ভাব করে,
১৫নং—আমি গুছাব বিরহ জ্জ্বালা।
চল যাব গো জয় দেবের মেলা॥
শুধু কি জয়দেব যাওয়া যায়,
নিজে সাধু হওয়া চাই।
মনের মধ্যে কপট থাকিলে যাওয়া হবেক দায়,
আমি এত দুঃখ রাখিবনা গো।

সইব না ঘরের জ্বালা,
চল গো বরং জয়দেব পালাব।
মনের মধ্যে দুঃখ জ্বালা সকল গুছাব,
মনের সাধে সাধু হইলে রহিবে না কোন জ্বালা।
তুমি ভৈরবী আমি সাধু হইব,
গলায় মালা কপালে তিলক চন্দন পরিব।
আমাদের মনের আশা পুরণ হবে রহিবে না কোন জ্বালা,
গায়ে গেরুয়া বসন পরিলে সাধু হবেনা।
কপালে তিলক চন্দন পরিলেও বৈষ্ণব বলায় না,
লীলা বলে শেষ কালেতে লিলে হে কাঁধে ঝোলা।

১৬নং— তোরা কি জানিস্ পিরিতের মজা
যেমন দুহাতে টানে খায় গাঞ্জা॥
যাদের মদ গাঞ্জায় মজেছে মন,
প্রেম পিরিতি মদ গাঞ্জা সাধন ভজন।
যারা জিসে ভক্ত হয় তারাই জানে তার মজা,
যারা মদ গাঞ্জায় প্রেমে মজে নাই।
গলায় মালা তিলক চন্দন পরে থাকে হরি সাধনায়,
পর পিরিতি মত্ত হয়ে ফকির হয়ে ছিল এক রাজা।
লীলা বলে লয়খ কিছু ধন,
মন লালসা পরের আশা করেনা এখন।
একদিন সেটা না খাইলে লাগিবে না তোদের মজা॥

১৭নং— সাবধানে পিরিত করিবে।
যেমন ভাবে করৈবে পিরিত নাগরি সকলে ত জানিবে॥
করিলে পিরিত মনত মানে না,
যেমন উঠা চক্ষের খচ খচিতের ঘুমত আসে না।
তারে না দেখিতে পাইলে পর আনা গনা করিবে,
তাদের নিশানা হয় কি।
মুখে হাঁসি ইশারা তারা দেয় গলা কাশী,
গলা কাশী শুনতে পেলে তারা পেছু ঘুরে ভালিবে।
রসের রসিক নইলে মর্ম্ম জানে না,

পদ্দার নইলে খাটি সোনা চিনিতে পারে না।
প্রেমের রসিক হবেক যারা চলনেতে ধরিবে,
লীলা বলে মজায়ছ কেনে।
আজ ছাড়াতে খুজিলে সে ছাড়িবে কেনে,
তাদের চোখে চোখে ভাব থাকিলে আসা পূরণ হইবে।

১৮নং—সময় গুনে সকল ভালো মন মানে না যৌবনে।
এমন বয়সে পিরিত করেছ কেনে॥
সময়ে সকলি মিঠা,
পূরানো হইয়ে গেলে লাগে সে রোঠা
সময় তার চলে গেলে মিষ্টি লাগিবেক কেনে
আমি হেন যুবতী, করিলম পিরিতি
দেখে শুনে করিলম না গো, গেল কুল জাতি
আর যে ধৈর্য্য ধরিতে লারি রহিব আমি কেমনে
যৌবন হয়ে কাল হইল, যৌবন দেখিতে ভালো
যার সঙ্গে করিলম পিরিত তারে রাগ হইল
লীলা বলে এমন যৌবন নাগরি বিফলে যাবেক কেনে

১৯নং—চিনির রজ ছাড়ে মজলে চিটা গুড়েতে।
মিষ্টি পাই ভুলে গেলি তোরা বুঝবি মজা শেষেতে॥
গুড় মুখের মিষ্টি
মুখে খালে পেটে গুড়রে করে অনিষ্টি
গুড়ের মজা ছাড়তে লারবি তোরা মরবি শেষে শরদীতে
গুড়ে মজেছে আমার মন
একদিন না খেলে পরে মন করে কেমন
আমি এত মিষ্টি ছাড়িতে লারি মন মজেছে গুড়েতে
যেমন গুড় চিনি মিঠা, এমনি পিরিতে লেঠা
ছাড়িতে পারেনা সেটা
কোন মতে মজলে মনও লারিবেক তারা ছাড়িতে
চিনি চিনি করি আমি চিনা যাইবে না
লাগেছে গুড়ের চিটা আর তো ছাড়ি বেনা
লীলা বলে রঙ্গ দেখে ছাড়ে দেয় কোন মতে।

২০নং—আমাদের বরং ভালো শাল পাতার চুটি।
পয়সা নাইতো বিড়ির পরিপাটি ॥
তাদের মন মুজেছে আস্‌ল বিড়িতে,
তার পেকেটে পয়সা নাই তো ভাবছে মনেতে
বিড়ির খেয়াল উঠলে পরে খুজে পায় সে বিড়িটি
যাদের পয়সা নাই ইনকাম
বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইলে দাঁড়ায় অপমান
তার পয়সা কড়ি নাইথ সঙ্গে খাওয়াবেক কিসে সিকরেট
বুঝয় বলে বিড়ি খাওয়া ছে
সারা দিনটা যাবেক আমার পাঁচনয়া তামুকে
আমি পয়সা খরচ করবনা আর
আমায় বেনায় দাও পাতের চুটি।
তামুক খাওয়া খারাপ নেশা
যে খানকে যায় লীলা করে তামুকের আশা
তামুক না খাইলে পরে জীবনের হয় ছঠপঠি।

২১নং— গাঞ্জা মদে নেশা যার বেশী।
তারা খাতে পাইলে হয় খুসী ॥
শিব হইলেন গাঞ্জার ভক্ত!
কালী হয়েছিলেন মদের ভক্ত !!
তাঁদের থাকে বেশী ভক্ত যারা সাধু সন্ন্যাসী!
কৃষ্ণ ছিলেন প্রেমের ভক্ত !!
এই জগতে লিলা কারণ দেখায়ছে কত!
তারাই প্রেমের মর্ম জানে ভক্ত হয়েছে বেশী !!
ভক্তরা নেশায় মত্ত হয়েছে!
নেশা খাইয়ে পাগল হইছে !!
একটানে তার যেমন তেমন ছুটানে নেশা বেশী!
নেশার এমনি গুণ ভালো !!
যত দুঃখ জ্বালা ছিল সব ঘুচে গেল!
লীলা কহে রঙ্গ দেখে লাগিছে কত হাঁসি !!

২২নং— আমি কালকে যাব মা বাপের ঘরে।
রহিবনা স্তোদের ঘরে ॥
শ্বশুর ঘরের বড় গঞ্জনা!
এত জ্বালা যন্তনা আমি সহিতে পারি না !!
জ্বলা জঞ্জাল খেতেও পারি আমি খেতে পাইনা পেট ভরে,
মা বাপের ছেলে সাদের দুলালি।
যা মন তাই কইরব আমি সারাদিন খেলি।
বাবুর পারা বুলে আসে বসে ভাত খাব পিঁড়ার উপরে,
বাপের ঘরে নাই কেউ কিছু বলিতে।
মাথা নুচে সিন্দুর পরে বুলব কুলিতে ॥
পায়ে আলতা চোখে কাজল মাথা বাঁধি গো ভালো করে!
কন্যা তোমার কিসের ভাবনা,
তোমায় লিতে এলে আমরা আর পাঠাবনা।
লিলা বলে হাঁসে হাঁসে কতদিন রাখিবি গো বাপের ঘরে ॥
২৩নং— আমাদের পিরিত করা দায় হইল।
শ্যাম পিরিতি বড় গো ভালো ॥
না জানে করিলাম পিরিত তাহার সঙ্গে
কি দেখে ভুলে গেলন আমি গেলম গো রঙ্গে
ছল করে সে জলকে গেল কাঁখে কলসী লিল
ননদি রহিছে ঘরে দরশন করবে কি করে
উলুক ভুলুক ভুলকিছে সে প্রাণ কাঁপে ডরে।
আমি না দেখিলে রইতে লারি ভালে সারাদিন গেল!
যাদের সঙ্গে থাকে ভাব তাদের ভাইলে কত লাভ,
তাদের অমনিই এই স্বভাব।
লীলা তাদের রঙ্গ দেখে চোখে চোখে ভাব হইল ॥